ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-৫৫৮৪

আগরতলা,১২ মার্চ,২০২৬

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
আয়োজিত

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে শাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। তিনি বলেন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হলো এমন এক ধরনের সংগীত যা নির্দিষ্ট ও কঠোর নিয়ম নীতি, রাগ-রাগিণী, তাল এবং শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ মেনে পরিবেশন করা হয়। এটি মূলত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হিসেবে পরিচিত, যার ভিত্তি হলো দীর্ঘদিনের চর্চা, রাগভিত্তিক শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রধান ধারাগুলি হলো উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানি) এবং দক্ষিণ ভারতীয় (কর্ণাটকীয়) সঙ্গীত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নির্দিষ্ট রাগ এবং তালের ওপর নির্ভরশীল ।

তিনি বলেন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাস বেশ পুরনো, যা বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার, ঠুমরি, গজল, দাদরা ইত্যাদি হচ্ছে হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির ধারা। সচিব বলেন, আমাদের রাজ্যেও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা রয়েছে। এই চর্চাকে আরও বেশি করে নব প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস জারি রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, শাস্ত্রীয় সংগীত হলো আমাদের ঐতিহ্য, যার উত্তরাধিকার আমরা বয়ে নিয়ে চলছি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জন্য কঠোর সাধনার পাশাপাশি একাগ্রতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গুরু শিষ্যের পরম্পরা বজায় রেখেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এরজন্য সরকারের পাশাপাশি রাজ্যের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলিকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী মিশ্র সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে দপ্তর বছরব্যাপী নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। নাট্য উৎসব, যাত্রা উৎসব, কবিতা উৎসব ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে নব প্রজন্মের শিল্পীদের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়াই দপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য। দপ্তর প্রতি বছরই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শাস্ত্রীয় সংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। গত বছর এই ধরনের অনুষ্ঠান উদয়পুরে আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুবল বিশ্বাস ও মনোরঞ্জন দেব। অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

*****